ভোরের কাগজ

তারিখ ... AUG. 24 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

অবাঞ্ছিত 'ভর্তি কোটার' দাবি প্রত্যাখ্যানের জের

দুই ছাত্র সংগঠনের হুমকির মুখে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন অধ্যক্ষ

পটুয়াখালী প্রতিনিধি : ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে 'কোটা'র দাবি প্রত্যাখ্যান করার জের হিসেবে প্রভাবশালী দুটি ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীদের প্রাণনাশের হুমকির মুখে গত ৮দিন ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শাহ সলিমুল্লাহ আহম্মেদ। একই কারণে কলেজের অন্য শিক্ষকরাও ক্যাম্পাসের বাইরে বের হতে পারছেন না। এ ব্যাপারে স্থানীয় সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ জেলার অন্যান্য কর্তা ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। জানা গেছে, ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে ঐ ছাত্র সংগঠন দুটির সুপারিশ মাফিক ২৫ জন করে ছাত্র ভর্তির সুযোগ না দেওয়ায় তারা ঐ হুমকি প্রদান করে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স- এ তিন বিভাগে ১৩২ জন ছাত্র ভর্তির জন্য গত ১৩ আগস্ট ৪০৮ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। যথাযথভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর কলেজ ছাত্রলীগের জনৈক নেতা ২৫জন পরীক্ষার্থীর রোল নম্বরসহ একটি নামের তালিকা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কাছে প্রদান করে তাদেরকে ভর্তি করে নিতে বলে। এরপর কলেজ ছাত্রদলও তাদের পক্ষ থেকে ২৫জন ছাত্রের নামের তালিকা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে দেয়। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ঐ দুই ছাত্র সংগঠনের চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি না হওয়ায় উভয় সংগঠনের বহিরাগত নেতারা জমায়েত হয়ে অধ্যক্ষসহ শিক্ষকদের অশালীন ভাষায় গালাগাল করে এবং এক পর্যায়ে অধ্যক্ষকে প্রাণনাশের এবং অন্য শিক্ষকদের 'পায়ের নলি কেটে নেওয়ার' হুমকি দেয়।

এ হুমকির মুখে অধ্যক্ষ গত ১৭ আগস্ট পটুয়াখালী ত্যাগ করে ঢাকায় পালিয়ে যান। গত ১৯ আগস্ট ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করার কথা। কলেজ সূত্রে জানা গেছে, এ ঘটনার সমাধান পাওয়ার জন্য অধ্যক্ষ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কাছে ধরনা দিলেও সেখান থেকে অধ্যক্ষকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বোর্ড কর্মকর্তারা পটুয়াখালী থেকেই নিজ উদ্যোগে ফলাফল প্রকাশ করার জন্য অধ্যক্ষকে পরামর্শ দিয়েছেন। কলেজের অন্য শিক্ষকরা টেলিফোনে অধ্যক্ষকে পটুয়াখালী চলে আসতে বললেও তিনি ভয়ে পটুয়াখালী আসবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। তবে শিক্ষকরা গতকাল পুনরায় অধ্যক্ষকে ফিরে আসার অনুরোধ জানিয়ে একটি ফ্যাক্স বার্তা পাঠিয়েছেন। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, হামলার আশঙ্কা থাকলেও বিধি বহির্ভূতভাবে কোনো ছাত্র ভর্তি করা হবে না।